যায়যায়দিন

তারিখ 27 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যয় সরকারের একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয় : গভর্নর

যাযাদি রিপোর্ট

শিক্ষা ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদান একটি মহতী উদ্যোগ। নিঃসন্দেহে ভালো বিনিয়োগ ও বিশাল সামাজিক আন্দোলনও বটে। তবে দেশের শিক্ষা ব্যয় একা সরকারের পক্ষে বহন করা মোটেই সম্ভব নয়। পৃথিবীর কোনো দেশের সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়।

গতকাল রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ এ কথা বলেন। গভর্নর বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান আক্কাস উদ্দিন মোল্লা। শিক্ষা সচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাজ্জাতুল জুম্মা, ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন খান, অডিট কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সোলায়মান স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ আলী। এছাড়া পরিচালনা পরিষদের সদস্য, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর সামর্থ্যবান ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেশের শিক্ষা উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিশ্বের অনেক বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে বিভিন্নভাবে বিনিয়োগ করে থাকে।

তিনি বলেন, শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদান নয়, শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখতে হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলো সংস্কার, প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদান করা যেমন প্রশংসনীয়, তেমনি ওই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখাও প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

গভর্নর বলেন, কারো ধন-দৌলত না থাকলেও যদি শিক্ষা থাকে তা তাকে উপরে নিয়ে যায়। আর শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের দুটি কাজ হয়। একটি নিজেকে বিকশিত করা, অন্যটি সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

মোমতাজুল ইসলাম বলেন, পরনির্ভরশীলতা কমাতে আমাদের শিক্ষার হার বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সামর্থ্যবানদের দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে অবদান রাখতে হবে।

শাহজালাল ব্যাংকের বৃত্তি প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী অথচ আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি দেয়া হয়েছে। শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন নামে এসএসসি এবং এইচএসএসির ১১১ ছাত্রছাত্রীকে মনোনীত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রতি মাসে নগদ অর্থ ও শিক্ষা উপকরণ ক্রয় বাবদ এককালীন নগদ অর্থ দেয়া হবে, যা তাদের ছাত্রজীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ২০০৬ সালে ব্যাংকটি এ কার্যক্রম শুরু করে।